R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে পৌষ, বুধবার, ১৪১৫ সাল। ৭ই জানুয়ারী, ২০০৮ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

দাদাঠাকুরের শহর রঘুনাথগঞ্জ সুভাষ দ্বীপে এখন মানুষের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০০৯ সালের প্রথম দিন রঘুনাথগঞ্জের ভাগীরথী তীরে অবস্থিত নেতাজী সুভাষ দ্বীপে প্রায় সাত হাজার মানুষের ঢল নামে। তিনশো পরিবার ঐ দিন সেখানে পিকনিক করেন। ঝাড়খন্ডের দুমকা-পাকুড়, নদীয়ার কৃষ্ণনগর-তেহট্ট, বর্দ্ধমানের কাটোয়া-কালনা, উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ-মালদা ইত্যাদি এলাকা থেকে বহু পরিবার সুভাষ দ্বীপে ভিড় জমান। ভাগীরথীর তীরে বাস, মিনিবাস, ট্রেকার, প্রাইভেট কারের লাইন পড়ে যায়। এক সময় মানুষের চাপে ঝুলন্ত ব্রীজের একটা তার ছিঁড়ে গিয়ে চলাচলে বিপত্তি দেখা দেয়। সুভাষ দ্বীপের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ডিকোনেট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেনসি বিকল্প হিসাবে ঝুলন্ত ব্রীজের গা লাগিয়ে একটি বাঁশের ব্রীজ আগে থেকে তৈরী করে রাখে। ঘন্টা খানেকের জন্য জনসাধারণকে ঐ ব্রীজ দিয়ে চলাচল করতে হয়। উৎশৃংখল মদ্যপ কিছু যুবক মেয়েদের লক্ষ্য করে টিটকারী বা গন্ডগোলের আবহাওয়া তৈরী করতে গিয়ে পুলিশ পার্টির কাছে বাধা পায়। তাই বড় ধরনের কোন অশান্তি হতে পারেনি। ঐ দ্বীপের দায়িত্বপ্রাপ্ত শান্তনু বসুর পক্ষে মেজারুল সেখ জানান—সবুজ দ্বীপের শান্তি অব্যাহত রাখতে এমনিতেই ওখানে বারো মাস পুলিশী (শেষ পৃষ্ঠায়)

কোল্ড ষ্টোরেজে মজুত রাখা সবজিতে গ্যাঁজ ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সন্ন্যাসীডাঙ্গার নাইত বৈদড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির তত্ত্বাবধানে ওখানে একটি কোল্ড স্টোরেজ নির্মিত হয়। সরকারী নিয়ম না মেনে বা রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরে কোন টাকা জমা না দিয়ে নিজস্ব সংযোগ থেকে কোল্ড স্টোরেজ চালু করে ওটি উদ্বোধন করা হয়। এই খবর ফাঁস হয়ে গেলে বিদ্যুৎ দপ্তর সরজমিন তদন্ত করে একটা বৃহৎ পরিমাণ টাকা ফাইন বাবদ আদায় করে। পরবর্তীতে ট্রান্সফর্মা ইত্যাদিতে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা দিয়ে বৈধভাবে কোল্ড স্টোরেজ চালু করে কর্তৃপক্ষ বলে খবর। বীরভুমের মুরারই, পাইকর ইত্যাদি এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা যাবতীয় ফল ও সবজি ঐ স্টোরেজে রাখছিলেন। কিছু দিন ভালোভাবে চলার পর (শেষ পৃষ্ঠায়)

মসজিদ চত্বর থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া মসজিদ চত্বর থেকে স্থানীয় পুলিশ গত ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যে রাতে এক অপরিচিত সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। হিন্দী ভাষী লোকটি আগের দিন এই মসজিদ চত্বরে আশ্রয় নেয়। সে এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। ঘটনাটা মসজিদ চত্বরে যথেষ্ট আলোড়ন তুললেও কেউ মুখ খুলতে চায় না। পুলিশ পরদিন ধৃতকে কোর্টে চালান দেয়। কি উদ্দেশ্যে সে এখানে আসে বা মসজিদ চত্বরে আশ্রয় নেয় এবং পুলিশ কি সূত্র ধরে মসজিদ এলাকা ঘিরে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে—এ সব কিছুই ধোঁয়াশার মধ্যে।

ধুলিয়ানে নারী পাচার চলছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের নিষিদ্ধ পল্লীতে সম্প্রতি ডোমকল থেকে পাচার হয়ে আসা এক নাবালিকাকে পুলিশ উদ্ধার করে মেয়েটির বাবার হাতে তুলে দেয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দুর্বার মহিলা সমিতির সম্পাদিকা গীতা সরকারের। জানা যায়, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক যুবক মেয়েটিকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে পৌষ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

পার্বণে ঃ পৌষ

শীত শুধু ফসলের ঋতু নয়, সম্ভোগের ঋতু। উৎসবের ঋতুও। বাংলার ঘরে ঘরে আসে স্বাচ্ছল্য এবং তা আর্থিক। সামাজিকতা, লোক-লোকাচার দেখা যায় এই সময়। পৌষ পার্বণ, সাগরে স্নান, মেলানুষ্ঠান—এই ধরনের নানা উৎসবের অনুষ্ঠান এই শীত ঋতুকে ঘিরিয়া। বহু মানুষের সমাগম, যেন নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত ঢল নামায় অমতলে—সাগরে। শীতের উত্তুরে হাওয়ার দাপ-দাপানি উপেক্ষা করিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে উৎসবের আঙিনায় আসিয়া হাজির বহু মানুষ—তাহাদের কেহ হইল দর্শনার্থী, কেহ তীর্থযাত্রী, কেহ পুণ্যার্থী। এ দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই। পার্বণ মানে তো উৎসব আর উৎসবের মৌল কথা হইল সম্মিলন।

মেলানুষ্ঠান এমনি এক পার্বণ। এখানে আত্মিক এবং সাংস্কৃতিক মেল-বন্ধনের সুযোগ এবং আবহ গড়িয়া উঠে। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাগর মেলা চেনা-অচেনা, দেশি-বিদেশি, ধনী-দরিদ্র, সাধু-তস্কর—নানা সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিতে সাগর হইয়া উঠে মহাভারত—বলা ভাল ভারততীর্থ। মহামিলনের মিলন ভুমি হইয়া উঠে এই জাতীয় মেলা। আমাদের দেশ মেলার বৈচিত্র্যে এবং চারিত্রিক বিশিষ্টতায় অনন্য। শীতের হাওয়ার নাচন আমলকীর ডালে ডালে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌষ মেলায় সাজ সাজ ডাক পড়িয়া যায়। বাউল গান এবং অন্যান্য লোকগানে শান্তিনিকেতনের মেলার মাঠ মুখরিত হইয়া উঠে। আলোর বন্যার সঙ্গে জনবন্যার উচ্ছ্বসিত ঊর্মিমালা যেন বোলপুর ভুবনডাঙার মাঠে আছড়াইয়া পড়ে। বহু মানুষের পদনিক্ষেপ মেলা প্রাঙ্গণ হইয়া উঠে লোক সংস্কৃতি ও লোক জীবনের পাঁচালি অথবা পদাবলী। সাগরের মতো নদীতেও নামে জনস্রোত। অজয়ের কদমখন্ডির ঘাটে জাগে জনোচ্ছ্বাস মকরের পুণ্য তিথিতে। সেখানে পৌষালী বাতাসে আউল-বাউলের গান ভাসিয়া বেড়ায়। বহু বাউলের সমাগম জয়দেব কেঁদুলির মেলাকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে।

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে মুর্শিদাবাদ

আবদুর রাকিব

বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক জাতীয়তার চিহ্ন চোখে পড়ে এম. এ. জিন্নাহর। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি এর উল্লেখ করে বলেন, বাংলাকে দুভাগ করা ঠিক হবে না। মাউন্টব্যাটেন এ প্রস্তাব পুরো-পুরি নাকচ করেননি। তাঁর পরিকল্পনায় এই মর্মে তিনি একটি ধারা জুড়ে দেন যে, বাংলার হিন্দু-মুসলমান যদি চান তবে বাংলা অবিভক্ত থাকবে। তার মানে বাংলা নিজেই হবে আলাদা একটি রাষ্ট্র। এইজন্য জওহরলাল এর প্রতিবাদ করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয়, তবে দেখাদেখি অন্য প্রদেশ বা রাজ্য স্বতন্ত্র হতে চাইবে। কংগ্রেস তা মেনে নিতে পারে না। অতএব এ প্রস্তাব বাতিল হয়।

কিন্তু মুর্শিদাবাদ যেহেতু মুসলিম-প্রধান জেলা, অতএব মাউন্টব্যাটেন এটিকে পাকিস্তানের দিকে ফেলেন। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। মুসলিম জনগণ খুশির জোয়ারে ভাসে। কিন্তু দিন সাতেক পরে জানা যায়, মুর্শিদাবাদ পড়েছে ভারতের ভাগে। কেননা, এ জেলার ভেতর দিয়ে গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবহমান। এর ভারতভুক্তিই সমীচীন। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ সাম্প্রদায়িক জনগণনাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। বিনিময়ে হিন্দু-প্রধান খুলনাকে ফেলা হয়েছে পাকিস্তানের ভাগে।

মুর্শিদাবাদে উৎসবের ঊষালগ্নটি এভাবে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন আর বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। ভারত সরকার এটা উপলব্ধি করে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসককে নির্দেশ পাঠান, মুসলিমদের ওপর যেন জুলুম না হয়, সেদিকে তিনি যেন লক্ষ্য রাখেন।

মুর্শিদাবাদে ঐ দুঃসময়ে জেলা শাসক কে ছিলেন? তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। আঠারো বছর এখানে-ওখানে চাকরি করে মৈমনসিংহ থেকে বদলি হয়ে তিনি সদ্য ফিরেছেন কলকাতায়। জেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁকেই দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদের শাসনভার। আর তিনি নৈতিক কারণে সে দায়িত্বভার নিতে সহজেই রাজী হয়ে যান। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশ বিভক্ত হয়েছে, মানুষ নয়। যে যেখানে রয়েছে, সে সেখানেই থাকবে—স্বাভাবিক সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, এই সংকটকালেও যাতে বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে না পড়ে, তা দেখাই হবে তাঁর নৈতিক কর্তব্য।

তখন ঘোষ মন্ত্রিসভার জায়গায় এসেছে রায় মন্ত্রিসভা। বিধনচন্দ্র রায় তাঁকে আদর করে সম্বোধন করতেন 'প্রিন্স অব ডেনমার্ক' বলে। মুর্শিদাবাদ আর রাজশাহীর হিন্দু-মুসলমান চিরদিন পদ্মার এপার-ওপার করেছে। এখন দুটি জেলা দুই রাষ্ট্রের। চিরকাল পদ্মা দিয়ে মালপত্র চলাচল করেছে। এখন তা মাল পাচার। কড়াকড়ি করা মুশকিল। কেননা, দুপারের প্রয়োজনেই তা হয়। তবুও কড়াকড়ি করে চালের অভাব কিছুটা মেটে। কিন্তু কাপড়ের অভাব থেকেই যায়। তার ওপর, শুরুতেই গোলমাল নদীর বুকে জেগে ওঠা তিনটি চর নিয়ে। এগুলি এখন মূল স্রোতের ওপারে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মানচিত্রে। এ চরে এপারের মুসলিম চাষীরা বরাবর চাষ করে এসেছে। এখন সেগুলি দাবি করছে পাকিস্তান। চর দখল করতে হলে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু টলস্টয় গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী অন্নদাশঙ্কর রায় আলাপ-আলোচনা চালালেন তাঁর পরিচিত প্রিয়জন রাজশাহীর জেলা শাসকের সঙ্গে। স্থির হয়, দুজনে সরজমিনে তদন্ত করবেন। কিন্তু তার আগেই রাজশাহীর জেলা শাসক বদলি হয়ে গেলেন। পরে বিনা রক্তপাতে একটি চর দখলে এল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুশি হলেন।

কিন্তু তবুও, অন্নদাশঙ্কর রায়কে মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কেন?

[আগামী সংখ্যায়]

মেলার মতো সারা শীত জুড়িয়া বাংলার আনাচে কানাচে চলিয়াছে পিকনিক বা পৌষালো বা চড়ুইভাতির ছড়াছড়ি। মাইকে-অ-মাইকে ছুটতেছে তাহাদের স্বর লহরী—সুর লহরী হেথা হোথা আর অন্য কোনখানে। মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জও বাদ পড়েনি এই তালিকায়। নিত্যই চলিতেছে দূরাগত মানুষের সানন্দ উপস্থিতি এখানের সুভাষ দ্বীপে। এপারের পথঘাট তাহাদের গাড়ির গর্জনে, মাইকের গানের তীব্র আওয়াজে রীতিমত থতোমতো খাওয়ার অবস্থা। বহু মানুষের আসা-যাওয়ায় এই শহরও এখন মরসুমে ভারি। উৎসবের-অনুষ্ঠানের কোন খামতি নাই কোথাও।

পুষ্প প্রদর্শনী ও কৃষিমেলা—২০০৮

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তৃতীয় বছরে পা দেওয়া এস. বি. এস. এ. এবং নিউ মর্ণিং ষ্টার ক্লাবের যৌথ পরিচালনায় পুষ্প প্রদর্শনী ও কৃষিমেলা শুরু হয়েছে জঙ্গিপুর পি. ডব্লু. ডি. ময়দানে গত ২৭ ডিসেম্বর। ছ' দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। জঙ্গিপুর, লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, জোতকমল, পিয়ারাপুর, সুজাপুর, ইসলামপুর থেকে আনা ৭০০-র বেশী টবে ফুল, ফল, সব্জির বিচিত্র সমারোহ এই প্রদর্শনীতে। দৃষ্টিনন্দন এই প্রদর্শনীতে প্রত্যেক দিনই হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচিয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দিনই এই মেলাকে ঘিরে শঙ্খধ্বনি, খাই খাই, কুাইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উৎসাহী দর্শকদের ভিড় ছিল দেখার মতো। ফুল চাষীদের সম্বর্ধনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। সাহেববাজারের কচি খাঁন একাই ৫৫টি পুরষ্কার পেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেন।

দুর্নীতির অভিযোগে এস. ইউ. সি. আই.-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, রেশনের বেহাল অবস্থা, রেশনকার্ড নিয়ে দুর্নীতি, বি. পি. এল তালিকায় ব্যাপক গরমিল প্রভৃতি ১৫ দফা দাবীর এক স্মারকলিপি এস, ইউ, সি, আই-এর জেলা কমিটির সদস্যা অনুরাধা মন্ডল এবং লোকাল সম্পাদক মীরজা নাসিরুদ্দিনসহ এক প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসক সুভাষ সিনহার হাতে তুলে দেন। ঐ একই দিনে প্রায় শ' দুয়েক এস, ইউ, সি, আই সমর্থক বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন। চারদফা দাবী সনদের স্মারকলিপি খাদ্য দপ্তরের নিয়ামকের হাতে দেওয়া হয়। দুটি বিক্ষোভ সভাই সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের দুর্নীতি এবং তার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের দুর্দশা প্রসঙ্গে সোচ্চার হন নেতারা। সেই সাথে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমানো ও তেলের দাম কমার আনুপাতিক হারে বাসের ভাড়া কমানো, লাইসেন্সবিহীন মোটর ভ্যান বন্ধ করে ঘোড়ার গাড়ীর চালকদের জীবিকা সুনিশ্চিত করা, নিয়ম মেনে বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা, ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টী, সরকারী ৩ লাখ শূন্যপদে মার্চ ২০০৯ এর মধ্যে নিয়োগের ব্যবস্থা ছাড়াও সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে মনিগ্রামে যে সিমেন্ট কারখানা তৈরী হচ্ছে তাতে জমিহারা চাষীদের নিয়োগের অগ্রাধিকার নিয়ে প্রশাসকদের সাথে আলোচনা হয়।

ফরাক্কা এনটিপিসি কর্ম কৃতিত্বে পুরস্কৃত

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার এই বছর তার ২০০ মেগাওয়াট এর তিনটি ইউনিটে এবং ৫০০ মেগাওয়াটের দুটো ইউনিটের প্রত্যেকটি থেকে প্রতিশ্রুতি মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ২০০৮ সালের সিটু আইটিসি সাস্টেনাবিলিটি পুরস্কার লাভ করেছে। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া ২০০৮ সালের তৃতীয় সাসটেনাবিলিট সামিটের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ফরাক্কা থারমাল পাওয়ার ষ্টেশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের (টি. কিউ. এম) টি, মিত্রের হাতে সেই পুরস্কার তুলে দেন। ২০০৬ সালে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি প্রবর্তিত বার্ষিক পুরস্কার লাভ করে ফরাক্কা তার পারিবেশিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য।

এইড/এইচ, আই, ভি এবং পথ নিরাপত্তা সচেতনতা শিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জনপথ পরিবহন মজদুর ইউনিয়নের (সিটু) উদ্যোগে রাজ্য পরিবহন, স্বাস্থ্য ও পুলিশ প্রশাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সহায়তায় পথ দুর্ঘটনা ও এইডস/এইচ, আই, ভি প্রতিরোধে আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষক-শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়েছিল গত ২৭ ডিসেম্বর শহরের একটি লজে। শিক্ষণ-শিবিরের উদ্বোধক জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, অতিথি এবং আলোচক ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমার সহকারী সি, এম, ও, এইচ ডাঃ বিষ্ণুপদ রায়, ডাঃ অসীম হালদার জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার, জঙ্গিপুর থানার আই, সি, সন্দীপ মাল, গণেশ অধিকারী, রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জনপথ পরিবহন মজদুর ইউনিয়ন, সৈয়দ আসাদ হোসেন প্রশিক্ষক শিক্ষণ শিবিরের জেলা কো-অর্ডিনেটর, উদয় ঘোষ সিটু মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক প্রমুখ। মহকুমার মনোনীত ২০০ জন পরিবহন শ্রমিক ও ইউনিয়ন সংগঠক এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। সারা রাজ্যের সাথে আমাদের জেলাতেও একদিকে এইডস-এর ভয়াবহতা অন্যদিকে পথ দুর্ঘটনা যেভাবে বাড়ছে তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা। এর প্রয়োজনে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়ায় ২৯টি শিবিরের মাধ্যমে শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের জেলাতেও ৭ ডিসেম্বর বহরমপুরে আয়োজিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় শিবির। ইসলামপুর ডোমকল, কান্দী, রঘুনাথগঞ্জ, বেলডাঙ্গা (রেজিনগর, শান্তিপুর, নওদা) প্রভৃতি জায়গায় ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহকুমাভিত্তিক এবং সাধারণ শিবিরের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত ব্লকের মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচী পালিত হবে।

বংশবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের বংশবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল গত ২৩ ডিসেম্বর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে সুতীর বিধায়ক জানে আলম মিঞা। প্রধান অতিথি ছিলেন সুতী-১-এর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুণ দত্ত। বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক বিনয় সরকার ও অসীম রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সারা দিনের নানা অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ভবিষ্যৎ নিজের হাতে

পশ্চিমবঙ্গ

এখন ৭.৩৪ লক্ষ স্বনির্ভর

গোষ্ঠীতে ৭০ লক্ষ নরনারী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৮১৯ (২৬) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১৫/১২/০৮

বাড়ীতে চড়াও হয়ে টাকা ছিনতাই পরে প্রাণনাশের হুমকী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মিঞাপুরে গত ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যে রাতে নিরঞ্জন দাসের বাড়ী চড়াও হয়ে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে এল, আই সি, প্রিমিয়ামের সংগৃহীত দশ হাজার টাকা ও কিছু কাঁসার বাসনপত্র দুষ্কৃতীরা ছিনতাই করে। এই ঘটনায় নিরঞ্জনবাবু ও তার পুত্র কুঞ্জ ঐ এলাকার সাহাপাড়ার দ্বীপেন দাস ও তার এক সাকরেদের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ আনেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাবার আগেই দুষ্কৃতীরা গা ঢাকা দেয়। পরবর্তীতে ছিনতাইকারী দ্বীপেনের মামা নিরঞ্জন দাসের বাড়ী গিয়ে এই ঘটনা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে প্রাণে মেরে দেয়ার হুমকী দিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে নিরঞ্জন দাস অভিযোগ তুলে নেবার কথা ভাবছেন বলে জানা যায়। পুলিশ সব কিছু জেনেও চুপ।

স্কুল কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্টের জয়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের বহুতালি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতির অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন গত ৪ জানুয়ারী '০৯ অনুষ্ঠিত হয়। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাঁচজন বামপন্থী ফ্রন্টের প্রার্থী মহঃ কাজেম আলি, মহঃ এমামুল হক, অসীমকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ মন্ডল ও মসারফ হোসেন এবং কংগ্রেসের পক্ষে একমাত্র অশোককুমার ঘোষ জয়ী হন। টান টান উত্তেজনা ও জনসমাগমে স্কুল প্রাঙ্গণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের রূপ নেয়। তবে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়। উল্লেখ্য গত পরিচালন সমিতিও বামপন্থীর দখলে ছিল।

কোল্ড স্টোরেজে মজুত (১ম পৃষ্ঠার পর)

গত কয়েক মাস থেকে কোল্ড স্টোরেজ বন্ধ। জানা যায় আলু, পিঁয়াজ ইত্যাদিতে গ্যাঁজ বেরিয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হয়। এরপর থেকে কেউ মালপত্র রাখছেন না। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে কোল্ড স্টোরেজ চালানোর জন্য সমবায় একজন কর্মীকে বাইরে থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসে বলে খবর। তবে কি কারণে সবজিতে গ্যাঁজ বার হলো সে ত্রুটি নাকি ধরা পড়েনি। কর্তৃপক্ষের ক্ষোভ কোল্ড স্টোরেজ স্বাভাবিকভাবে চালু থাকা অবস্থায়ও টানা লোডসেডিং গ্রামীণ কোল্ড স্টোরেজকে কোন গুরুত্ব দেয় না। শহরে বিদ্যুৎ এলেও গ্রাম সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। এক সাক্ষাৎকারে ওখানকার ম্যানেজার রফিকুল সেখ জানান—অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথম দিকে কিছু ত্রুটি দেখা দিলেও বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই কোল্ড স্টোরেজ চালু আছে। আর যেটুকু ক্ষতি আমাদের বহন করতে হয়েছে তার সিংহভাগ ইনসিওরেন্স কোম্পানী দেবে।

ধুলিয়ানে নারী পাচার (১ম পৃষ্ঠার পর)

ধুলিয়ানে নিয়ে এসে পতিতা বৃত্তিতে জোরজবরদস্তি করলে মেয়েটি বাধা দেয়। মেয়ে পাচার প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ওখানকার লালপুরে কিছুদিন আগে উত্তর প্রদেশের কয়েকজনের একটি দল এসে হাজির হয়। গরীব পরিবারের মেয়েদের বিনা পণে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়ের খরচের জন্য অভিভাবকদের হাতে টাকাও গুঁজে দেয়। পরে বিয়ে করে মেয়েদের নিয়ে চলে যায়। এরপর বছরের পর বছর চলে গেলেও ওদের আর সন্ধান মেলে না। এটাও মেয়ে পাচারের একটা পন্থা। এইভাবে নানা পন্থায় মেয়ে পাচার চলছেই। সম্প্রতি প্রকাশিত রাজ্য ক্রাইম ব্যুরোর তথ্য থেকে জানা যায় জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকা বা কিশোরীদের সঙ্গে সহবাসে পশ্চিমবঙ্গ এখন সবার শীর্ষে। ২০০৬ এ ভারতবর্ষে ১২৩টি নারী পাচারের ঘটনা নথীভুক্ত হয়। তার মধ্যে ১১৪টি পশ্চিমবঙ্গের। এর মধ্যে দুই চব্বিশপরগণা ও মুর্শিদাবাদে পাচারের ঘটনা বেশী। মেয়ে পাচারে এই জেলার ডোমকল ও বেলডাঙ্গা এখন প্রথমে। এই সব এলাকার মেয়েরা দালালদের মাধ্যমে নানা পতিতালয়ে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে।

দাদাঠাকুরের শহর রঘুনাথগঞ্জ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাইরের ভ্রমণ পিপাসুদের আকর্ষণে শিশু উদ্যান, ট্রয় ট্রেন, জলপ্রপাত, রঙিন ফোয়ারা. বোটিং ছাড়া রেস্টুরেন্ট-ক্যানটিনও চালু রাখা হয়েছে এখানে। মেজারুল জানান—১৪ জন কর্মীর পরিশ্রমের ফসল এই সুভাষ দ্বীপের টানে এখন প্রায় প্রতিদিনই বাইরের লোকের আনাগোনা চলছেই। পিকনিক করতে প্রত্যেক পার্টির কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ৫১·০০ টাকা আর সবুজ দ্বীপে প্রবেশ মূল্য ২·০০ টাকা। গত দু' বছরের মতো এবারও ৪ জানুয়ারী থেকে এখানে পুষ্প প্রদর্শনী ও কৃষি মেলা শুরু হয়েছে। সাত দিন ধরে চলবে।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।
নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার
মোড়কে উদ্বোধন হলো
॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥
বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ২৬৬০২৩
রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলবো।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।